[redacted]

[redacted]

হলরুমে উপস্থিত সকলে এই উদ্যোগকে স্বাগত জানান এবং উৎসব সফল করতে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। আগ্রহী প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা উদযাপন কমিটির নির্ধারিত ওয়েবসাইট https://event.mujibnagarschoolalumni.com/events/14 -এর মাধ্যমে নিবন্ধন সম্পন্ন করতে পারবেন।

ঈদে ঘরমুখো মানুষের পছন্দের শীর্ষে দেশি ফল

কৃষিনির্ভর মেহেরপুরে কোরবানির ঈদকে সামনে রেখে নিজ জন্মভিটায় ঈদ উদযাপন করতে রাজধানীসহ দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে কর্মজীবী মানুষ ফিরছেন গ্রামে। এই তালিকায় রয়েছেন প্রবাসীরাও।

আর নিজ এলাকায় ফিরেই তাদের পছন্দের তালিকার শীর্ষে থাকছে মৌসুমি দেশি ফল। দেশি ফলের স্বাদ নিতে আগ্রহী হয়ে উঠছেন অনেকে। এতে বেড়েছে দেশি ফলের চাহিদা।

জেলার ব্যবসায়ীরা বলছেন, বর্তমানে মৌসুমি অধিকাংশ সুস্বাদু ফলে বাজার ভরে গেছে। আবার দামের দিক থেকেও তুলনামূলক সস্তা। অন্যদিকে বিদেশি ফল শহর থেকে আমদানি করতে হয়। বর্তমানে বিদেশি ফলের আমদানিও তুলনামূলক কম এবং দামও বেশি। তাই এখন দেশি ফলের কদর অনেক বেড়েছে।

স্থানীয় বাজারে মৌসুমি ফলের পর্যাপ্ত সরবরাহ থাকায় ক্রেতাদের কাছেও দেশি ফলের জনপ্রিয়তা বেড়েছে।

মেহেরপুরের বাজারগুলোতে দেশি ফলের মধ্যে রয়েছে আম, কামরাঙা, জামরুল, ড্রাগন ফল, পেঁপে, আনারস, পেয়ারা, কদবেল, কলা ও তালশাঁস। এ ছাড়া দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক হারে চাষ হচ্ছে ড্রাগন ফল ও সবুজ মাল্টা। এসব ফলের চাহিদাও বাড়ছে বাজারে।

জেলায় দেশি ফলের বাজারদর চলছে প্রকারভেদে হিমসাগর আম ৮০ থেকে ৯০ টাকা, আঠি আম ৫০ থেকে ৬০ টাকা এবং কাঁচা-মিঠা আম ৮০ টাকা কেজি।

বোম্বাই লিচু প্রতি পণ ২৩০ টাকা এবং চায়না লিচু প্রতি পণ ৬৫০ টাকা।

আনারস প্রতি পিস ৫০ টাকা, ব্ল্যাক বেবি তরমুজ ৮০ টাকা কেজি, পেয়ারা ৬০ থেকে ৭০ টাকা কেজি, কলা প্রতি পিস ৫ থেকে ৬ টাকা, জামরুল ৭০ টাকা কেজি এবং কামরাঙা ৪০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

অন্যদিকে আমদানি করা বিদেশি ফলের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে কমলা, মাল্টা, আপেল, বেদানা, চেরি, খেজুর ও আঙুর। বিদেশি ফলের খুচরা বাজারদর মাল্টা ২৮০ থেকে ৩০০ টাকা কেজি, আপেল ৩৭০ থেকে ৪০০ টাকা কেজি, বেদানা ৬০০ থেকে ৬৩০ টাকা কেজি, চেরি ৪০০ টাকা কেজি, খেজুর ৬০০ টাকা থেকে শুরু করে মানভেদে বিভিন্ন দামে বিক্রি হচ্ছে। এছাড়া কমলা ৩৩০ টাকা কেজি, কাশ্মীরি আঙুর ৫২০ টাকা এবং ভারতীয় ও পাকিস্তানি আঙুর ৪০০ টাকা কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে।

ঢাকা থেকে গ্রামে ঈদ করতে আসা মুস্তাক আহমেদ বলেন, “পাঁচ দিনের জন্য নিজ গ্রামে এসেছি পরিবারের সঙ্গে ঈদ করতে। বাজারে এসে দেখি রসালো ফলের সমাহার। দেখে লোভ সামলানো কঠিন। সতেজ দেশি ফল পরিবারের সঙ্গে খাওয়ার মজাটাই আলাদা।”

গার্মেন্টস ব্যবসায়ী গোলাম মোর্তাজা বলেন, “যান্ত্রিক শহর থেকে গ্রামে এসে পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো সবচেয়ে সুখের মুহূর্তগুলোর একটি। আর নিজ এলাকায় গাছ থেকে পেড়ে আনা রসালো আম-লিচুর স্বাদ নেওয়ার মজাই আলাদা। শহরে এসব ফল পাওয়া গেলেও মান নিয়ে নানা প্রশ্ন থাকে। এখানে চোখ বন্ধ করে ফল খাওয়া যায়।”

মালয়েশিয়া প্রবাসী তুহিন বলেন, “দুই দিন হলো দেশে এসেছি। বিদেশে অনেক ফল পাওয়া যায়, তবে দেশের ফলের স্বাদই আলাদা। আজ বাজার থেকে ৮০ টাকা কেজি দরে হিমসাগর আম কিনলাম, সঙ্গে লিচুও। চায়না লিচুর দাম একটু বেশি হলেও স্বাদের দিক থেকে সেরা।”

গাংনী উপজেলার বামন্দী বাজারের পাইকারি বিদেশি ফল বিক্রেতা জাহিদুল ইসলাম বলেন, “এ অঞ্চলের অধিকাংশ ফলের দোকানি আমার কাছ থেকে পাইকারি ফল কিনে নেন। কিন্তু এখন তারা বলছেন, দেশি ফলই বেশি বিক্রি হচ্ছে। বিদেশি ফলের চাহিদা কমে গেছে। এতে আমরা বিপদে পড়েছি। জেলায় ফল সংরক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় বিক্রি না হলে দ্রুত পচে যায়। তাই এখন দেশি ফলই আমাদের ভরসা।”

ফল বিক্রেতা শিহাব বলেন, “আগে মাল্টা, কমলা, আপেল ও আঙুর বিক্রি

করতাম। মাসখানেক ধরে লিচু, আম, পেয়ারা ও আনারস বিক্রি করছি। গাছ থেকে পেড়ে এনে সরাসরি ক্রেতাদের হাতে তুলে দিচ্ছি। প্রতিদিন ফল আনছি, প্রতিদিন বিক্রি হচ্ছে। ক্রেতারাও খুশি, আমরাও খুশি। দামও সাধ্যের মধ্যে।”

তিনি আরও বলেন, শহর থেকে গ্রামে ঈদ করতে আসা মানুষজন এখন দেশি ফলের প্রতিই বেশি আগ্রহ দেখাচ্ছেন। তাদের ভাষ্য, বিদেশি ফল শহরেই পাওয়া যায়, কিন্তু গ্রামের টাটকা দেশি ফলের স্বাদ আলাদা।

মেহেরপুরে ওয়াইফাইয়ের তার টানানোকে কেন্দ্র করে মারধর, আহত ১

মেহেরপুর সদর উপজেলার ফতেপুর গ্রামে ওয়াইফাইয়ের তার টানানোকে কেন্দ্র করে মোস্তফা কামাল (৪১) নামে এক ব্যক্তিকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। তিনি ওই গ্রামের সোরাফ আলীর ছেলে। এ ঘটনায় তিনি মাথা ও হাতে আহত হয়েছেন।

সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে ফতেপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

আহত মোস্তফা কামাল অভিযোগ করে জানান, একটি বাড়িতে ওয়াইফাইয়ের তার টানানোকে কেন্দ্র করে কথাকাটাকাটির একপর্যায়ে একই গ্রামের আসাদ মোল্লার ছেলে শফিক মোল্লা ও আশরাফুল মোল্লা, শফিক মোল্লার ছেলে আব্দুর রব, আশরাফুল মোল্লার ছেলে ইয়াসিন আলী ও ইসরাফিল এবং সিদ্দিক মোল্লার ছেলে ফারুক তাকে মারধর করেন।

এসময় তিনি মাথা ও হাতে আঘাতপ্রাপ্ত হন বলে জানান। ঘটনার পর এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ভুক্তভোগী।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

জানান, তার ছেলে লন্ডনে এবং মেয়ে নেপালে আছে!। তারা আসার পর আগামী বৃহস্পতিবার শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হবে। ততক্ষণ মরদেহ ফ্রিজিং গাড়িতে রাখা হবে।

ধর্ষণ মামলার বাদিকে আদালতে যেতে বিএনপি নেতার বাঁধা, মারধরের অভিযোগ

আদালতে যাওয়ার সময় এক নারীকে মারধর ও আটকে রেখে নির্যাতন করার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় বিএনপি নেতা নুর ইসলাম খোকনের বিরুদ্ধে।

গতকাল রবিবার সকালে নিজ বাড়িতে হামলার শিকার হন তিনি। পরে তাকে ধরে নিয়ে একটি দোকানে আটকে রেখে শারীরিক নির্যাতন করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাটি ঘটেছে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বাহাগুন্দা গ্রামে।

বর্তমানে তিনি মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এই ঘটনায় আজ সোমবার ভুক্তভোগী নারীর স্বামী ইসরাফিল শেখ বাদী হয়ে গাংনী থানায় লিখিত অভিযোগ করেছেন।

অভিযুক্ত নুর ইসলাম বাহাগুন্দা গ্রামের বাসিন্দা। তিনি ধানখোলা ইউনিয়ন বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

অভিযোগ ও ভুক্তভোগীর পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, রবিবার সকালে ভুক্তভোগী ধর্ষণ ও নারী নির্যাতন মামলার হাজিরা দিতে আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এ সময় ওই মামলার আসামি একই গ্রামের বাসিন্দা সিরাজ আলীর পক্ষ নেন নুর ইসলাম ও কয়েকজন। আসামি সিরাজ, অভিযুক্ত নুর ইসলামসহ কয়েকজন দেশীয় অস্ত্র নিয়ে বাড়িতে ঢুকে নারীকে মারধর শুরু করেন।

একপর্যায়ে তাকে টেনেহিঁচড়ে পার্শ্ববর্তী যুগিন্দা বাজারে সিরাজের দোকানে এনে আটকে রাখা হয়। এখানে লাঠিসোটা দিয়ে নুর ইসলাম ও তার

অনুসারীরা মিলে শারীরিক নির্যাতন চালান।

স্থানীয়রা ক্ষোভ প্রকাশ করে জানিয়েছেন, নুর ইসলামের ভয়ে তখন কেউ প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করার সাহস পাননি। পরে ভুক্তভোগীর বড় ভাই দেলোয়ার হোসেন খবর পেয়ে জাতীয় জরুরি সেবা নম্বর ৯৯৯-এ ফোন দিলে গাংনী থানা পুলিশের উপপরিদর্শক আতোয়ার রহমান ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থল থেকে তাকে উদ্ধার করেন। প্রথমে তাকে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলেও অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য মেহেরপুর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

মারধরের অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে নুর ইসলাম দাবি করেন, ওই নারীর চরিত্র ভালো নয়। একটি অসামাজিক কাজের বিচার করার জন্য তাকে ডাকা হয়েছিল। মারধরের বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে তিনি এর দায় আলপনার স্বামী ইসরাফিল শেখের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন।

তবে স্থানীয় সূত্রে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ঘটনার সময় তার স্বামী আম পাড়তে বাগানে ছিলেন। আইনি পদক্ষেপের তোয়াক্কা না করে নুর ইসলাম আরও বলেছেন, সামাজিক সালিসই সঠিক। এ বিষয়ে তারাও পুলিশ সুপারের কাছে যাবেন ও মানববন্ধন করবেন।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক ও জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টনের ভাষ্য, দুপক্ষের সম্মতি থাকলে সামাজিক সালিস উত্তম। তবে সালিসের নামে মারধর করা স্পষ্ট ফৌজদারি অপরাধ। এতে জড়িত ব্যক্তি বিএনপির ছোট নেতা হোক আর শীর্ষ নেতা হোক, কাউকেই ছাড় দেওয়া হবে না। দলের নাম ভাঙিয়ে কেউ এমন ঘটনা ঘটিয়ে থাকলে অভিযোগের ভিত্তিতে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

অন্যদিকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন স্পেশাল ট্রাইব্যুনালের পাবলিক প্রসিকিউটর মোস্তাফিজুর রহমান তুহিন জানিয়েছেন, সংশ্লিষ্ট মামলার নথি না দেখে সেটি রায় নাকি হাজিরার দিন ছিল তা নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।

সার্বিক আইনি প্রক্রিয়া নিয়ে গাংনী থানার ওসি উত্তম কুমার দাস জানিয়েছেন, এই ঘটনায় আজ সোমবার ভুক্তভোগীর পক্ষ থেকে থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করে দ্রুত আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রাষ্ট্র কি একই গল্প বারবার শুনতে চায়?

বাংলাদেশের প্রতিটি জনপদে এখন যেন এক অদৃশ্য আতঙ্ক ঘুরে বেড়াচ্ছে। সেই আতঙ্কের নাম—ধর্ষণ। আরও ভয়ংকর হলো, ধর্ষণের পর হত্যা। চলতি মাসে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে একের পর এক শিশু, কিশোরী ও নারী ধর্ষণ এবং নির্মম হত্যার শিকার হয়েছেন।

সংবাদপত্রের পাতায়, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে কিংবা টেলিভিশনের পর্দায় প্রতিদিন নতুন নতুন নাম যুক্ত হচ্ছে। সেই নামগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোড়ন তুলেছে ছোট্ট রামিসার নাম। যে বয়সে একটি শিশুর স্কুলব্যাগ কাঁধে নিয়ে মাঠে দৌড়ে বেড়ানোর কথা, সেই বয়সেই তাকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে।

রামিসা এখন শুধু একটি নাম নয়; সে এই রাষ্ট্রের ব্যর্থতার প্রতীক। তার নিথর দেহের পাশে পড়ে ছিল আমাদের বিচারহীনতা, সামাজিক অবক্ষয় আর রাজনৈতিক উদাসীনতা।

চলতি মাসের ঘটনাগুলো পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, অধিকাংশ ভুক্তভোগীই শিশু ও কিশোরী। কোথাও মাদ্রাসাছাত্রী, কোথাও স্কুলছাত্রী, কোথাও প্রতিবন্ধী নারী। ধর্ষণের পর অনেককে হত্যা করা হয়েছে, আবার অনেক ঘটনায় পরিবারকে হুমকি দিয়ে মামলা না করার চাপ দেওয়া হয়েছে। সমাজের প্রভাবশালী অংশ, রাজনৈতিক পরিচয় কিংবা অর্থের ক্ষমতা ব্যবহার করে অপরাধীরা পার পেয়ে যাওয়ার সংস্কৃতি তৈরি করেছে।

সবচেয়ে উদ্বেগজনক বিষয় হলো, মানুষ এখন বিচার ব্যবস্থার ওপর আস্থা হারাতে বসেছে। রামিসার বাবার বক্তব্য—“বিচার চাই না”—আসলে একটি বাক্য নয়; এটি রাষ্ট্রের প্রতি গভীর হতাশার বহিঃপ্রকাশ। একজন বাবা যখন মেয়ের হত্যার বিচার চাইতে ভয় পান কিংবা বিচার পাবেন না বলে বিশ্বাস করেন, তখন বুঝতে হবে রাষ্ট্রের ভিত কেঁপে উঠেছে।

ধর্ষণের বিরুদ্ধে দেশে কঠোর আইন রয়েছে। মৃত্যুদণ্ডের বিধানও

আছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো—শাস্তির ভয় কি অপরাধীদের থামাতে পেরেছে? উত্তর স্পষ্ট—না। কারণ, আইনের কঠোরতার চেয়ে আইনের প্রয়োগ বেশি গুরুত্বপূর্ণ। বছরের পর বছর মামলা ঝুলে থাকে, সাক্ষীরা নিরাপত্তা পায় না, প্রভাবশালীরা তদন্তে হস্তক্ষেপ করে, আর ভুক্তভোগীর পরিবার সামাজিক লাঞ্ছনার শিকার হয়। ফলে বিচারহীনতার সংস্কৃতি অপরাধীদের আরও বেপরোয়া করে তুলছে।

এই পরিস্থিতির জন্য শুধু আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে দায়ী করলেই চলবে না। আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ও সমানভাবে দায়ী। পরিবারে মানবিক শিক্ষা কমে যাচ্ছে, নারীকে মানুষ হিসেবে নয় বরং ভোগের বস্তু হিসেবে দেখার প্রবণতা বাড়ছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নারীর প্রতি সহিংস ভাষা, অশ্লীল কন্টেন্টের বিস্তার, রাজনৈতিক আশ্রয়-প্রশ্রয় এবং মাদকাসক্তি—সবকিছু মিলে এক ভয়ংকর মানসিকতা তৈরি করছে।

অনেকেই এখন “জনতার আদালত”-এর কথা বলছেন। কারণ তারা বিশ্বাস করেন, প্রচলিত বিচার ব্যবস্থা দ্রুত ও নিরপেক্ষ বিচার দিতে ব্যর্থ। কিন্তু রাষ্ট্র যদি ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে না পারে, তাহলে জনতার ক্ষোভ একসময় ভয়ংকর রূপ নেবে। সেটি কোনো সভ্য রাষ্ট্রের জন্য শুভ লক্ষণ নয়।

এখন প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং সামাজিক প্রতিরোধ। ধর্ষণ মামলার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনাল কার্যকর করতে হবে। তদন্তের সময়সীমা বাধ্যতামূলকভাবে নিশ্চিত করতে হবে। ভুক্তভোগী পরিবারকে নিরাপত্তা ও আইনি সহায়তা দিতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নৈতিক শিক্ষা ও নারী-সম্মানবোধ জোরদার করতে হবে। একইসঙ্গে রাজনৈতিক পরিচয়ে অপরাধীদের রক্ষা করার সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে।

রামিসা আর ফিরে আসবে না। যারা এই মাসে ধর্ষণ ও হত্যার শিকার হয়েছেন, তারাও আর কোনোদিন পরিবারের কাছে ফিরবেন না। কিন্তু তাদের মৃত্যু যদি আমাদের বিবেককে না জাগায়, তবে আগামীকাল আরও অনেক রামিসা হারিয়ে যাবে। তখন হয়তো সংবাদপত্রের পাতায় শুধু নাম বদলাবে, কিন্তু গল্প একই থাকবে—ধর্ষণ, হত্যা, বিচারহীনতা। রাষ্ট্র কি সেই একই গল্প বারবার শুনতে চায়? নাকি এবার সত্যিই বদলাবে?

মেহেরপুরে সড়ক দুর্ঘটনায় আহত

মেহেরপুর শহরে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন চালক গুরুতর আহত হয়েছেন। রোববার (২৪ মে) রাত সাড়ে ৯টার দিকে শহরের পোস্ট অফিসপাড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

আহতরা হলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার শোলমারী গ্রামের জামাল উদ্দিনের ছেলে জুয়েল রানা (২৫) এবং মেহেরপুর পৌর এলাকার পোস্ট অফিসপাড়ার জিয়াউদ্দিনের ছেলে মুকুল (৪৫)।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, জুয়েল রানা শোলমারী থেকে মেহেরপুর শহরের দিকে আসছিলেন। অপরদিকে মুকুল মেহেরপুর শহর থেকে শোলমারীর দিকে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে পোস্ট অফিসপাড়া এলাকায় পৌঁছালে দুটি মোটরসাইকেলের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এতে দুজনই গুরুতর আহত হন।

দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত তাদের উদ্ধার করে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাদের অবস্থার অবনতি দেখে উন্নত চিকিৎসার জন্য জুয়েল রানাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে এবং মুকুলকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করেন।

মেহেরপুর সদর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) হুমায়ুন কবির জানান, দুর্ঘটনায় জড়িত মোটরসাইকেল দুটি থানায় হেফাজতে নেওয়া হয়েছে। ঘটনার সঠিক কারণ উদঘাটনে পুলিশ কাজ করছে।

গাংনীতে শয়ন কক্ষ থেকে গৃহবধূর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার করমদি গ্রামে নিজ শয়ন কক্ষ থেকে গৃহবধু শিমা খাতুন (২৫) নামের ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পরিবারের

লোকজন।

ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল শনিবার (২৩মে) গাংনী উপজেলার তেতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের করমদি কাজি পাড়ার হযরত আলীর বাড়িতে।

নিহত শিমা খাতুন হযরত আলীর মেয়ে।

স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গেছে,শিমা খাতুন ও তার স্বামী জিনারুল ইসলাম দুজনেই করমদি গ্রামে শিমার বাবার বাড়িতে বসবাস করতেন।

গতকাল রাতে এক সাথে খাওয়া দাওয়া শেষে শোবার ঘরে চলে যায় তারা। হঠাৎ ভোরের দিকে শিমা খাতুন কে ঘরের আড়ার সাথে ঝুঁলন্ত অবস্থায় দেখে স্বামী জিনারুল চিৎকার করে ওঠে। চিৎকার শুনে শিমার পরিবারের লোকজন ঘরে মধ্যে ঢুকে শিমার ঝুঁলন্ত মরদেহটি উদ্ধার করে।

প্রতিবেশি মর্জিনা খাতুন বলেন,শিমা ও তার স্বামী জিনারুলের হেব্বি মিল। তবে শিমা আমাকে মাঝে মধ্যেই বলতো চাচি আমার রাতে ঘুম আসতে চাই না। তাই আমাকে মাঝে মধ্যেই ঘুমের বড়ি খেয়ে ঘুমাতে হয়। তাছাড়া শিমা খাতুনের আগের পক্ষের একটা মেয়ে আছে।

জিনারুলের সাথে শিমার বিয়ে হওয়ার আগেও শিমার আরো তিন জাইগাতে বিয়ে হয়েছিল।

নিহত শিমা খাতুনের মা হানুফা খাতুন বলেন, আমার মেয়ে জামাই ঘরে থাকে। আর আমি আমার নাতনিকে নিয়ে পাশের ঘরে থাকি।

শিমার ঘরের দরজা রাতে খোলাই থাকে। আজ ভোরে জিনারুলের চিৎকার শুনে ঘর থেকে বের হয়ে দেখি আমার শিমা ঘরের আড়ার সাথে ঝুলছে। পরে আমরা আড়া থেকে শিমাকে নামাই। আমার সব শেষ হয়ে গেলো।

বামন্দী পুলিশ ক্যাম্পের এ এস আই মাজহারুল ইসলাম বলেন, করমদি গ্রামে শিমা খাতুন নামের এক গৃহবধুর ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে পরিবারের লোকজন। সংবাদ পেয়ে থানা থেকে পুলিশ ঘটনা স্থলে পৌছেছে।

মেহেরপুরে সরকারি অধিদপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন বিষয়ে উঠান বৈঠক

মেহেরপুরে ফ্যামিলি ও কৃষি কার্ড বিতরণ প্রক্রিয়া এবং সরকারের বিভিন্ন অধিদপ্তরের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ ও সম্পর্ক স্থাপন বিষয়ে একটি উঠান বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রোববার সকাল ১১টার দিকে স্থানীয় সিডিপি (সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড পিস) কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে এ বৈঠকের আয়োজন করা হয়।

এলআরডির সহযোগিতায় আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিডিপির চেয়ারম্যান উম্মে হানি চায়না।

সিডিপির প্রজেক্ট ডিরেক্টর জন প্রবঞ্জন বিশ্বাসের সঞ্চালনায় বক্তব্য দেন সদর উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ কর্মকর্তা আবু সালেহ, সাংবাদিক দিলরুবা খাতুন এবং সদর উপজেলা সমাজসেবা কার্যালয়ের ইউনিয়ন সমন্বয়কারী মোস্তফা মইমসহ অন্যান্যরা।

বৈঠকে বিভিন্ন এলাকার পিছিয়ে পড়া নারীরা অংশ নেন।

বক্তারা বলেন, ফ্যামিলি ও কৃষি কার্ড তৈরির জন্য কোনো ধরনের দালাল বা মধ্যস্থতাকারীর কাছে টাকা দেওয়ার প্রয়োজন নেই। সেবাপ্রার্থীদের সরাসরি সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তরে যোগাযোগ করার আহ্বান জানানো হয়।

তারা আরও বলেন, কার্ডধারীরা নিজস্ব ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে সরকারি সকল সুবিধা গ্রহণ করতে পারবেন।